ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) সকাল ১০ টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেনের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা: মহী উদ্দিন আহমেদ,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান, সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: মাজাহারুল ইসলাম, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য।

সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিট্টেট রনি খাতুনের সঞ্চালনায় এছাড়াও এসময় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মুনির, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, সদস্য শামীম আরা হীরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহন করা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতির মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা কারাগারের আব্দুল আউয়াল (৪২) নামে এক হাজতির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।

নিহত আব্দুল আউয়াল গাংনী উপজেলা জেলার বামন্দি গ্রামের রকবুল হোসেনর ছেলে।

জেলার মোঃ আমানুল্লাহ বলেন, তিনি ৩৬/১/৮ খ মাদক মামলার আসামী ছিলেন। তিনি গত ১৫ জানুয়ারি জেল হাজতে আসেন। আজ ৭ মার্চ হঠাৎ করে অসুস্থ হলে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে থাকা ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার মো: লিওন বলেন, তাকে আমি মৃত অবস্থাতে পেয়েছি। মৃত্যুর কারণ ময়না তদন্তের পরে বলা যেতে পারে।

বর্তমানে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে ।

মেহেরপুরে বিকেবি’র শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) র শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর কৃষি ব্যাংক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মহা ব্যবস্থাপক বিভাগীয় কার্যালয় (কুষ্টিয়া) সঞ্জয় কুমার দত্ত।

মেহেরপুর কৃষি ব্যাংক আঞ্চলিক ব্যবস্থুাপক মো: শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা (কুষ্টিয়া) রামকৃষ্ণ দেবনাথ, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা (কুষ্টিয়া) রফিকুল ইসলাম। এসময় জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষি ব্যাংক এর শাখা ব্যবস্থাপক, মাঠকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের আয়োজন করেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর আঞ্চলিক অফিস।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে জেএনএনপিএফের সহযোগিতায় শিশু বিবাহ প্রতিরোধ সেমিনার

গাংনী উপজেলার চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর আয়োজনে এবং জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম (জেএনএনপিএফ) এর সহযোগিতায় শিশু বিবাহ প্রতিরোধ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বুধবার (৬ মার্চ) সকাল ১০টার সময় চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আক্কাস আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সহকারী শিক্ষক সাধন কুমার মন্ডল ।

অনুষ্ঠানে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্পের বাৎসরিক কার্যক্রম রিপোর্ট উপস্থাপন করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আক্তার।

এ ছাড়াও সেমিনারে মেহেরপুর জেলার বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা সহ শিশু বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যবহুল আলোচনা হয়।

মেহেরপুরে অতিরিক্ত দামে সার

বিক্রি, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে কারসাজি করে অধিক মুল্যে সার বিক্রির অভিযোগে সার ব্যবসায়ীর ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের অভিযোগে ফাস্ট ফুড দোকান মালিককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক মেহেরপুর শহরের কলেজ রোড ও কাথুলি মোড় এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান চালান।

অভিযান সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: আলমগীর হোসেন, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, মেসার্স আশাবুল হক নামের শহরের বিসিআইসি সারের ডিলার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক দামে সার বিক্রি করছিলেন। সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকা দামের টিএসপি সার ১৮৫০ টাকা বিক্রি করছিলেন। যা বস্তা প্রতি ৫০০ টাকা বেশি। ডিলারদের এই অতিরিক্ত মুল্য কারসাজির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ কৃষক। এই অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: রেজাউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া শহরের কলেজ মোড় এলাকার মেসার্স ক্যাফে গার্ডেন নামক ফাস্টফুড প্রতিষ্ঠানে ফ্রিজে ও রান্না ঘরে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রেখে বাসি খাবার বিক্রি করছিলেন। পুরো রান্নাঘর আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য পণ্য তৈরি ও প্রক্রিয়াকরণের অপরাধে ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক সাইফুল ইসলামকে একই আইনের ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ফাস্ট ফুড দোকানটি ৩ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

অভিযানে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রির ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) র অভিযানে ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী মোঃ মিনারুল ইসলাম (৪৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টা ৪৫ মিনিটের সময় গাংনীর লক্ষীনারায়ণপুর ধলা দক্ষিণপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত মোঃ মিনারুল ইসলাম ঐই গ্রামের নুরুল ইসলাম ছেলে।

ওসি সাইফুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের এসআই আশরাফ, এএসআই হেলাল, এএসআই ইমরুল এবং এএসআই সেলিমের সহায়তায় পুলিশের একটি দল গাংনীর লক্ষীনারায়ণপুর ধলা দক্ষিণপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মিনারুল ইসলামকে ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয় ।

এ সময় প্রাথমিক জিজ্ঞাসা করলে আটককৃত জানান সে ভারত সীমান্ত থেকে অবৈধ পথে গাজা ক্রয় করে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করে থাকে।

এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(খ) ধারায় গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মামলা নং- ০৮।

আসামি মিনারুল ইসলামকে আজ বুধবার (৬ মার্চ) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করা হয়েছে।

আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডলের বিরুদ্ধে টিসিবি’র কার্ড দেবার নামে প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামে (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্ড করে দেয়ার নামে প্রতারণা করে গণ হারে চাঁদা আদায়য়ের অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে।

বিকাশ মন্ডল ধানখোলা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি। গ্রামের দুস্থ ও অসহায়দের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা হাতিয়ে নেয় নিরঞ্জন মন্ডলের ছেলে বিকাশ মন্ডল। বিকাশ মন্ডলের এই চাঁদা আদায়ে সহায়তা করেন ওই গ্রামের মিখা মন্ডল। অথচ টাকা আদায়ের কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও টিসিবি কার্ড ভাগ্যে জোটেনি চাঁদা প্রদানকারি অসহায়দের কপালে। প্রতি জনের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় প্রমানাদী সাংবাদিকদের কাছে থাকলেও তা আংশিক অস্বীকার করেন বিকাশ মন্ডল।

জানাগেছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকার স্বল্প মুল্যে খাদ্য সহায়তা (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্যক্রম চালু করেন। উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলায়। এর ধারাবাহিকতায় গাংনী উপজেলয় প্রায় ৩৮ হাজার পরিবার টিসিবির সুফল পাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ধারাবাহিক ভাবে টিসিবি পন্য বিতরণ করা হয় পৃথক পৃথক ভাবে॥ গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নে প্রায় ৪ হাজার পরিবার এর আওতাভুক্ত। অথচ সরকারের এই সফলতাকে পুঁজি করে অসহায় মানুদের কাছ থেকে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত গণহারে চাঁদা আদায় করেন আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল।

সরেজমিনে নিত্যানন্দনপুর গ্রাম ঘুরে জানা যায় বিকাশ মন্ডলের অনেক অবিযোগের কথা। ওই গ্রামের খুশি মন্ডল জানান, টিসিবির কার্ড করে দেয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মহন মন্ডলের কাছ

থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুকুমারি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, সমিতা রানীর কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মার্থা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, আরতির কাছ থেকে-৭৫০ টাকা, মেরি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, ঝুনু মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মুক্তা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুরভির কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, বিজয় মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, চামেলি সরকারের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, অঞ্জলির কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, রতন সরকারের স্ত্রীর সাথে নেয়া হয় ৪ জনের জন্য ৩০০০ টাকা। শুধু নাম প্রকাশ কারিরাই নয়, এভাবে পুরো গ্রাম বাসীরে কাছ থেকেই ৭৫০ টাকা করে আদায় করেন বিকাশ মন্ডল। টাকা নেয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও তাদের ভাগ্যে জোটেনি টিসিবি’র কার্ড। এ নিয়ে গ্রাম বাসীদের মধ্যে দানা বেধেছে ক্ষোভ আর কষ্টের।

নাম প্রকাশ না করার শর্ত দিয়ে গ্রামের অনেকেই জানান, বিকাশ মন্ডল আওয়ামীলীগ নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে গ্রামে এভাবে টাকা তোলেন। তার প্রতিবাদ করার কেউ নেই। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তাকে নানা ভাবে হয়রানী করেন বিকাশ মন্ডল ও তার বাহিনীর লোকজন। গ্রামবাসীরা আরও জানান, বিকাশ মন্ডল গ্রামর কয়েকজনকে নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেছে। তাদেরকে নিয়ে নানা অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কেউ তার ভয়ে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেনা। বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টি দেয়ার দাবী এলাকাবাসীর।
বিকাশ মন্ডল বলেন, আমি টাকা নিয়েছি ঠিকই, তবে ৭৫০ টাকা নয়, ২৫০ টাকা। এ টাকায় যাদের কার্ড রয়েছে তাদের কার্ড পুনরায় অনলাইন করতে হবে। সেই অনলাইন করতে যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকায় নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য গোলাম মস্তফা জানান, ওই গ্রামে টিসিব কার্ড বিষয়ে বিকাশ মন্ডলের দায়িত্ব দিয়েছেন চেয়ারম্যান। টাকা নেয়ার বিষয়টি আমি জানিনা। যদি গরিব মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে তা খুবই দুঃখ জনক ও অমানবিক।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান মো: আব্দুর রাজ্জাক জানান, টাকা নেয়ার বিষয়টি জানিনা। এমন অভিযোগ পেলে বিকাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, হত দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে এভাবে টাকা আদায়ের কোন নিয়ম নেই। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির মানববন্ধন

বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত খুচরা সার ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি ও সকল প্রকার সার বি.সি.আই.সি ডিলার কর্তৃক সরবরাহের নিশ্চয়তা দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতি।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ শাহিনুল ইসলাম শাহীন।
মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ ১৪০ জন সার ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার থেকে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে প্রতি সাড়ে ৪ ঘন্টায় ১টি তালাক

সারাদেশে তালাকের হার বাড়ছে। এই হারটা রীতিমতো ভয়াবহ। দেশের সবচেয়ে ছোট জেলা মেহেরপুরে প্রতি সাড়ে ৪ ঘন্টায় ১টি তালাক হচ্ছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই জেলাতে তালাক হয়েছে প্রতিদিন গড়ে

৫ টি করে।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী ২০২২ সালে জেলাতে মোট ২১ শত বিবাহের পাশাপাশি ১৯২৯ টি তালাক রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এই চিত্রটিই উদ্বেগের।

একাধিক নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের সাথে কথা বলে জানা গেছে বর্তমানে তালাকের কারণ হিসাবে যৌতুক ও শারিরীক নির্যাতনের অভিযোগ প্রায় শুণ্যের কোঠায়। বিগত ২/৩ বছরে তালাকনামায় যে কারনগুলি প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টিকটকের অতিরিক্ত আসক্তি। স্ত্রীর পিতা-মাতার স্বামীর পরিবারে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের প্রবণতা। সঠিকভাবে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে না পারা, যৌন অক্ষমতা এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েয় পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় প্রদত্ত তথ্য মতে সদর উপজেলায় ৭ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ৪ জন এবং গাংনী উপজেলাতে ১১ জন সরকার নিবন্ধিত নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের (কাজী) মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৮০২ টি বিবাহের বিপরীতে ৯৭৪ টি তালাক, মুজিবনগর উপজেলায় ৫৫২ টি বিবাহের বিপরীতে ২৩৩ টি তালাক এবং গাংনী উপজেলায় ৭৪৬ টি বিবাহের বিপরীতে ৭২২ টি তালাক নিবন্ধিত হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ ও এর পরিপেক্ষিতে পরবর্তীতে সংঘটিত তালাকগুলি আইনগত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়না। বিষয়গুলি আদালতে গড়ায়। ফলে এই পরিসংখ্যান সঠিক ভাবে উঠে আসে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২২’ শীর্ষক জরিপের তথ্য অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় ২২ সালে মোট জনসংখ্যা ৭ লাখ ৫ হাজার ৩৫৬ জন। প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে জেলায় বিবাহের হার ২২ এবং তালাকের হার ২.৭। সে অনুযায়ী ২০২২ সালে মেহেরপুর জেলায় মোট বিবাহের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫ শত ১৫ টি এবং তালাকের সংখ্যা ১৯০৪ টি।

তবে বিবিএস জরিপের তথ্যে তালাকের পরিসংখ্যান জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সাথে কিছুটা কসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও মোট বিবাহের বিবাহের তথ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ বসির উদ্দিন বলেন, জনশুমারীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দোরগোড়ায়

অবর্তমানে পরকীয়া জড়িয়ে পড়া। ‘

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা কল্লোল বলেন, ‘ যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে সেগুলোর কারণ অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট হয় যে সমাজে নৈতিকতার পতন ঘটেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। নারী-পুরুষ বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কে জড়াচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে মানতে বা তার অধিনে থাকতে চাইছেন না। মূলত এসকল কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। বর্তমানে নারীরা অতিরিক্ত স্বাধীনতাকামী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বাবলম্বী হতে চায়, এবং স্বাবলম্বী হতে যেয়ে অনেকেই অনৈতিক পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। অনেকে আবার প্রবাসে থাকা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর পাঠানো টাকা তসরুপাত সহ পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ‘

অপর এক আইনজীবী এডভোকেট মিজানুর রহমান বলেন, ‘মূল কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে গেলে তা একটি অস্বাস্থ্যকর ও লোক দেখানো সম্পর্কে পরিণত হয়। তখন সন্তান, দায়-দায়িত্ব সব কিছুই ঠুনকো হয়ে পড়ে। সম্পর্কটা হয়ে যায় সাংঘর্ষিক। নানা রকম আলাপ-আলোচনা করেও যখন সমন্বয় করা যায় না, তখন বিয়ে বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।’